



সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিনুল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মৃত্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
কানাড়া প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
ওয়শিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএস : ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল : s2000@dbn-bd.net

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রান্সক্রোফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

ইজ-মার্কিন জোট সারা বিশ্বে মানবাধিকার পদদলিত করে ইরাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সভ্যতার লীলাভূমি ইরাক ক্রমেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। আফগানিস্তানে চলছে তাদের আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। মানবাধিকার গুমরে কাঁদছে ফিলিস্তিনে। ইসরায়েল বিশ্বের নিয়মকানুন না মেনে নিরীহ ফিলিস্তিনীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যত দেখে মনে হচ্ছে, সারা বিশ্বে পরিকল্পিতভাবে মুসলিম নিধন চলছে। অথচ আমরা ইজ-মার্কিন জোটের পরিকল্পিত এ নিধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে বিবাদ বাড়িয়ে চলেছি। ধর্মের লেবাস পরে এ দেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল এখন কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জিকির তুলেছে। হঠাৎ করে তারা কেন কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো, তা নিয়ে সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। তাহলে কী এ গোষ্ঠী সিআইএ, মোসাদের স্বার্থে কাজ করছে?

সারা বিশ্বে মুসলমানদের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। আজ বড় অভাব একজন দক্ষ নেতৃত্বের। মুসলমানদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে পরিত্রাণদাতা হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি সারা বিশ্বে পৌঁছে দিলেন মানবতার বাণী। দাস ও সামন্ত যুগের বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। আরব জাতিকে অগ্রসর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দিলেন বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান। অথচ আজ বুশ, শ্যারন, ব্ল্যারের নীল নকশায় একজন লাদেন সৃষ্টি হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানদের সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে। চলছে নির্যাতন। অথচ আমরা এদিকে দৃষ্টি না দিয়ে শিয়া, সুন্নী, কাদিয়ানী বিভেদে মেতে উঠেছি। আসলে ইসলামের অন্যান্য মতাদর্শের মতো কাদিয়ানীও একটি মতাদর্শ। তাদের সঙ্গে মূল ইসলামের তেমন বিভেদ নেই। আজ নানা কল্পকাহিনী কাদিয়ানীদের সম্পর্কে তথাকথিত কিছু মাওলানা প্রচার করছে। রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। ধর্মের নামে এরাই '৭১-এ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে নানা সময় ফায়দা লুটেছে।

আসলে এখন বিভেদের সময় নয়। ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়কে। বুশ, ব্ল্যার, শ্যারনের বিরুদ্ধে। বিশ্বে মানবতাবাদী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।